ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 564-569
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.245

অরবিন্দের দর্শন চিন্তার আলোকে মানবোত্তরণ: একটি সমীক্ষা

জয়দেব হাজরা, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 12.01.2026; Accepted: 13.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article explores the concept of human Emancipation (Manbottaran) and the transformation of consciousness through the lens of Sri Aurobindo's Integral Philosophy. Unlike conventional progress or social development, Sri Aurobindo defines 'Emancipation' as an internal ascent—moving from the depths of primal instincts to the heights of divine consciousness. While traditional Indian philosophy often views 'emancipation' (Mukti) as a release from worldly existence, Sri Aurobindo presents a revolutionary perspective where the ultimate goal is the manifestation of a 'Divine Life' here on Earth.

The core of this study focuses on the Triple Transformation, which Sri Aurobindo identifies as the essential process for reaching the Supramental state:

1. Psychic Transformation: The process of bringing the 'Psychic Being' (the soul-element) to the forefront to govern and purify the mind, life, and body.

2. Spiritual Transformation: The ascent of consciousness into higher spiritual realms and the subsequent descent of divine peace, light, and power. This stage involves transitioning through the levels of Higher Mind, Illumined Mind, Intuitive Mind, and Overmind.

3. Supramental Transformation: The final and most decisive stage where the Supermind (Truth-Consciousness) descends to radically transform the very fabric of terrestrial nature, erasing the divide between knowledge and will.

The article concludes that Sri Aurobindo's vision of Emancipation is not merely a philosophical theory but a practical roadmap for a collective shift in human existence. By transcending the limitations of the mental ego and establishing the Supramental Truth, humanity can evolve into a new divine species, turning earthly life into an expression of unity, harmony, and infinite delight.

Keywords: Uttaran, Triparba, Chinmoy, Bodhi, Atimānasik

উত্তরণ বলতে বোঝায় এক স্তর থেকে আর এক স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া। এক কথায় বলা যায় ঊর্ধ্বে গমন করা। উত্তরণের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Emancipation। বাংলা ভাষায় উত্তরণের প্রতিশব্দ হিসাবে প্রগতি, উন্নয়ন, বিপ্লব ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়। তবে এই প্রগতি, উন্নয়ন ও উত্তরণের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। উন্নয়ন বা প্রগতি মূলত বাহ্যিক পরিবর্তনের কথা বলে, যেমন— সামাজিক পরিবর্তন। কিন্তু উত্তরণ মানুষের অন্তরের পরিবর্তনের কথা বলে। তাই এখানে উত্তরণ মানবোত্তরণ অর্থাৎ প্রবৃত্তির তলদেশ থেকে চেতনার শিখরে আরোহণ।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে এই 'উত্তরণ' শব্দটি মুক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। চার্বাক ব্যতীত প্রত্যেক দর্শন প্রণেতা আত্মার মুক্তিকেই দর্শনের পরম উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সমকালীন ভারতীয় দর্শনচিন্তায় এক নতুন মাত্রা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, মহাত্মা গান্ধী, বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর, প্রমুখ দার্শনিকগণ উত্তরণকে কেবল পারলৌকিক মুক্তির বিষয় হিসাবে নয় বরং মানবচেতনার ক্রমোন্নয়ন হিসাবে দেখেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের বক্তব্যে এটা স্পষ্ট হয় যে, প্রবৃত্তির গণ্ডী ছাড়িয়ে নিবৃত্তির শিখরে আরোহণই হল উত্তরণ। যেখানে মানুষ স্বার্থের সীমা ভেঙে সার্বজনীন মানবতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে, গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রাচীন ও সমকালীন উভয় ভাবধারার ভাবনাই মূলত একে অপরের পরিপূরক। দুই ক্ষেত্রেই মুক্তি ও উত্তরণের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য এক— মানুষকে তার সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব থেকে বের করে চেতনার মুক্ত আকাশে উত্তীর্ণ করা। কারণ, প্রবৃত্তির গণ্ডী কখনোই মুক্তির পথ দেখাতে পারে না, মুক্তি নিহিত আছে নিবৃত্তির শান্ত শিখরে।

সমকালীন ভারতীয় দর্শনচিন্তায় যে সকল মনীষিদের নাম পাই তাঁদের মধ্যে শ্রী অরবিন্দ অন্যতম। কারণ, তিনি তাঁর জীবনের যাপনকে যেভাবে উত্তরণের ধারায় প্রবাহিত করেছেন তা অন্য কোন মনীষিদের মধ্যে পাই না। এই গবেষণামূলক নিবন্ধে শ্রী অরবিন্দের জীবনের যাপনে যে উত্তরণ, তার দিকে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হবে। শ্রী অরবিন্দের জীবন শৈলী এমন এক সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করে যা সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব থেকে বের করে চেতনার মুক্ত আকাশে উত্তীর্ণ করে।

সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সাধারণ মানুষ শ্রী অরবিন্দকে দুইভাবে চেনেন, এক) ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনকারী বিপ্লবী হিসাবে এবং দুই) সংসার-বিরাগী একজন ঋষি হিসাবে। এই দুই পরিচয়ের ঊর্ধে তাঁর আর এক পরিচয় হল তিনি দার্শনিক। তাঁর দর্শনিক ভাবনা গভীর। তিনি ভারতবাসীর জীবনের যাপন দেখে ব্যথিত হয়ে সমাধান দিয়েছেন তাঁর ত্রয়ী বিদ্যায়— বেদ, উপনিষদ ও গীতা ভাষ্যে। এই ত্রয়ী বিদ্যাকে কেন্দ্র করে লিখলেন—*The Secret of the Veda, Eight Upanishads* এবং *Essays on the Gita* । তিনি সেই ব্যথিত হৃদয়ে মানুষের দিব্য নিয়তির একটি চিত্র উপস্থাপন করলেন তাঁর *The Life Divine* গ্রন্থে। আর দিব্য জীবন লাভের উপায় নির্দিষ্ট করলেন *The Synthesis of Yoga*-এ। এ সবকিছুকে ঘিরে তাঁর অপরূপ কাব্য হল *Savitri* ।

শ্রী অরবিন্দের চিন্তায় বুদ্ধির যুক্তি আর বোধির যুক্তির ধারা এক নয়। অনেক তথ্য সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে একটা সিদ্ধান্তকে দাঁড় করানো— এ হল যুক্তির রীতি। কিন্তু ইন্দ্রিয়নির্ভর বুদ্ধির পক্ষে কোনও বিষয়েরই সকল তথ্যের সম্পূর্ণ সঙ্কলন সম্ভব নয়। ফলে সিদ্ধান্ত হয় একপেশে। যুক্তির দীপ একটা বিশেষ ক্ষেত্রের খানিকটা আলোকিত করতে পারে মাত্র, তার উপরে-নিচে, আশে-পাশে থেকে যায় সমান অন্ধকার। এর প্রমাণ পাই যখন আমরা জৈন স্যাদবাদের দিকে তাকাই। যুক্তির দীপের ক্ষেত্রে থেকে যাওয়া যে অন্ধকার সেই অন্ধকার তরল হতে পারে বোধির আলোকে। এক্ষেত্রে আত্মবোধ এবং আত্মব্যাপ্তি হল তার ভিত্তি। বিষয়কে জানতে হবে আমার বাইরে রেখে নয়, তাকে আমার ভিতরে টেনে এনে, নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে। আগে ইন্দ্রিয়কে শান্ত করতে হবে, মনকে করতে হবে স্তব্ধ, তারপর নিস্তরঙ্গ আত্মবোধের স্বচ্ছ শূন্যতায় জাগিয়ে তুলতে হবে বিষয়ের সংস্কারকে। ফলে আত্মা আর অনাত্মার ভেদ দূর হয়ে আত্মব্যাপ্তির প্রসন্ন জ্যোতিতে তখন অনাবৃত হবে বিশ্বের মর্মরহস্য। সান্তে-অনন্তে, ব্যক্তে-অব্যক্তে, রূপে-অরূপে, সগুণে-নির্গুণে, একত্বে-বহুত্বে কোনও দ্বন্দ্ব তখন আর থাকবে না। আত্মবোধের কেন্দ্র হতে বিশ্ববোধের বৈচিত্র জাগবে বিশ্বোত্তীর্ণ অনুভবেরই সত্য বিভূতিরূপে।[১]

[১] *দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ,* অনির্বাণ, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির। পৃষ্ঠা-১৩৪

ব্যবহারিক জগতে দ্বন্দ্ব থাকবেই— ব্যবহারের প্রয়োজনে। ব্যবহারে ভেদজ্ঞান যেমন দরকার, তত্ত্বদর্শনে তেমনি দরকার পূর্ণ অভেদজ্ঞানের। আমাদের চেতনায় কতকিছু এসে স্তুপাকার হয়, সেগুলিকে আমরা ঠিকমত গুছিয়ে নিতে পারি না, ফলে দেখা দেয় আমাদের চিন্তায় এবং কর্মে নানা অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতিই তত্ত্বদর্শনের ক্ষেত্রে পূর্ণ অভেদজ্ঞানে বাধা সৃষ্টি করে। শ্রী অরবিন্দের দর্শন ভাবনায় দেখা যায় যে, এই পার্থিব জগতে একটা খেলা চলছে, অজ্ঞানতার খেলা, সেই খেলা তখনই পূর্ণতা পাবে যখন চেতনার এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে অর্থাৎ অতিমানসে পৌঁছাবে। এই পরিবর্তনের পথই হল উত্তরণ। আসলে উত্তরণের মাধ্যমে যে স্থিতিতে আমরা পৌঁছাতে চাই, সেই চেতনার স্বরূপ বুঝতে হলে শ্রী অরবিন্দের ত্রিপর্বা রূপান্তর উপলব্ধি করা আবশ্যক। এই উপলব্ধিই নির্দেশ করে উত্তরণের পর চেতনা কিভাবে ঐক্য ও বহুত্বের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। অজ্ঞানতা থেকে অতিমানসে পৌছানোর জন্য যে পথটি অনিবার্য তা হল ত্রিপর্বা রূপান্তর অর্থাৎ চেতনার তিনটি মৌলিক পরিবর্তন।

শ্রী অরবিন্দকে অনুসরণ করে বলা যায়, মানুষের মন যখন বিকশিত হতে থাকে, তখন তাকে প্রথমে অধিমন (overmind) এর অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়, যেখানে সে বিশ্বজনীন চেতনার অভিজ্ঞতা পায়। কিন্তু পুর্ণ রূপান্তরের জন্য তাকে অধিমন (overmind) কেও অতিক্রম করে অতিমানসে আরোহন করতে হবে, কারণ, কেবল অতিমানসই পারে সেই চূড়ান্ত সত্যকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে।[২]

অতিমানস, মনেরও ঊর্ধে শ্রীঅরবিন্দ যে পরম সত্যকে স্থাপন করেছেন, তা হল সচ্চিদানন্দ। উত্তরণের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল এই পরম সত্যকে উপলব্ধি করা এবং পৃথিবীতে এর প্রকাশ ঘটানো। অতিমানস সচ্চিদান্দেরই একটি শক্তি, যা সৃষ্টির কার্য সম্পাদনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে।

মানব চেতনার বর্তমান অবস্থাটি হল এক বিশেষ ধরণের খেলা যেখানে মন অজ্ঞানতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জ্ঞানের অনুসন্ধান করে। আমাদের এই সত্তা সীমাবদ্ধতা, দ্বৈততা এবং অহং-এর জালে আবদ্ধ, যা বিশ্বসত্তার অখণ্ড আনন্দ ও সত্য থেকে আমাদের বিছিন্ন করে রাখে। এই বিচ্ছিন্নতা দূর করে মানবপ্রকৃতিকে তার আসল দিব্য প্রকৃতিতে উন্নীত করায় ছিল শ্রী অরবিন্দের লক্ষ্য যাকে উত্তরণ নামে অভিহিত করা যায়। এই উত্তরণ কিন্তু সরল নয় বরং তিনটি মৌলিক রূপান্তরের একটি সমন্বিত অভিযান।

এই প্রক্রিয়ার সূচনা হয় চৈত্যিক রূপান্তরের মাধ্যমে। এই প্রকৃতিতে মন, প্রাণ এবং দেহ হল প্রধান চালিকা শক্তি। কিন্তু তাদের গভীরে আছে আত্মার প্রতিচ্ছবি চৈত্য পুরুষ। এই চৈত্য পুরুষকেই সামনে আনতে হবে, যাতে এটি অহং-এর পরিবর্তে সমগ্র সত্তার নিয়ন্ত্রক হতে পারে। এটিই উত্তরণের ভিত্তি স্থাপন করে।

চৈত্য পুরুষের উপরেই নির্ভর করছে প্রকৃতিতে ব্যক্তিসত্তারূপে আমাদের অবস্থান। এই চৈত্য পুরুষের অন্যান্য অংশ (মন, প্রাণ এবং দেহ) কেবল যে পরিবর্তনশীল তাই-ই নয়, নশ্বরও বটে। তারা সময়ের সাথে সাথে এবং অভিজ্ঞতার চাপে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়, ভুলের শিকার হয় এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চৈত্য পুরুষ অবিনশ্বর, শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। সেকারণেই বিকাশের কোন অসম্পূর্ণতার জন্য সে দায়ী নয়। এই অসম্পূর্ণতা আসে অজ্ঞানতা থেকে। ঈশ্বরের অংশরূপে চিরপবিত্র দীপশিখার ন্যায় চৈত্য পুরুষ আমাদের মধ্যে বিরাজমান। এই চৈত্য পুরুষকেই সামনে আনতে হবে। এই চৈত্য পুরুষ যখন সামনে আসে তখন জীবনে এক নতুন শক্তি ও বিশুদ্ধতা নিয়ে আসে। শ্রী অরবিন্দের মতে, চৈত্য পুরুষকে সামনে আনার তিনটি প্রধান উপাদান হল, অভীপ্সা (Aspiration), অজ্ঞানতা বর্জন (Rejection of the Ignorance) এবং আত্মসমর্পণ

[২] *The Life divine,* sri aurobindo, P-935

(Surrender)।[৩] চৈত্য পুরুষ সাধারণত হৃদয়ের গভীর কেন্দ্রে বাস করে। অভীপ্সা অর্থাৎ এক ধরণের অভ্যন্তরীণ আগুণ হৃদয়ের গভীর কেন্দ্রে বাস করা চৈত্য পুরুষকে নাড়া দেয়। ফলে চৈত্য পুরুষ তার গূঢ়াবস্থা থেকে উত্থিত হয়ে চেতনার সম্মুখভাগে চলে আসে। চৈত পুরুষের সম্মুখে চলে আসা বলতে এটাই বোঝায় যে, এর উপস্থিতি দৈনন্দিন জাগ্রত চেতনায় অনুভূত হয়; দেহ, প্রাণ ও মনের উপর এর প্রভাব এমনই যে, এটি এদের অভাবের পরিপূরণ ঘটায়, এদের উপর কর্তৃত্ব করে, এদের ক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন আনে, এমনকি দেহের ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও।[৪]

চৈত্যিক ভিত্তি প্রস্তুত হওয়ার পর শুরু হয় আধ্যাত্মিক রূপান্তরের পর্ব। এটিই হল আরোহন এবং উপর থেকে শক্তির অবতরণ। একাধিক মধ্যবর্তী ক্রমের মাধ্যমে এই উত্তরণ সম্ভব হয়। এই ক্রমগুলি হল উত্তর মন, প্রভাস মন, বোধি মন এবং অধিমন।

'উত্তর মন' হল সাধারণ যুক্তিনির্ভর মনের ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রথম ও প্রাথমিক স্তর। একে একটি 'উজ্জ্বল ভাবচিত্ত' (a luminous thought-mind)[৫] ও বলা হয়, কারণ এখানে জ্ঞান কোনো যুক্তি বা তর্কের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, বরং আধ্যাত্মিক একত্ব থেকে সরাসরি ধারণার আকারে নির্গত হয়। আমাদের সাধারণ মন যেখানে অবিদ্যা বা অজ্ঞতার মধ্যে খুঁড়িয়ে চলে এবং প্রমাণের মাধ্যমে সত্যে পৌঁছাতে চায়, উত্তর মনে সেই সীমাবদ্ধতা নেই। এটি স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বচ্ছ জ্ঞানের আধার, যা মূলত অতিমানস থেকে উদ্ভূত হয়ে সত্যের আলোক ছড়িয়ে দেয়।

উত্তর মনের দুটি দিক আছে— একটি জ্ঞানাত্মক এবং অন্যটি ইচ্ছা বা কার্যকারিতার দিক। এটি কেবল সত্যকে জানে না, বরং 'ভাব-শক্তি'র মাধ্যমে আমাদের দেহ, প্রাণ এবং নিম্নতর মনকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করে। তবে এই রূপান্তরের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের অবর প্রকৃতির অন্ধ অভ্যাস, আবেগ এবং জড়তা। অনেক সময় এই বাধার কারণে উত্তর মনের শক্তি সাধারণ মানসিক স্তরে নেমে এসে স্তিমিত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও, উত্তর মন আমাদের চেতনার আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে এবং সত্তাকে আরও উচ্চতর স্তর, যেমন 'প্রভাস মন'-এর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

'প্রভাস মন' হল চেতনার এমন এক উচ্চতর স্তর যা চিন্তার সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে সরাসরি সত্যের আলো ও দর্শনের দ্বারা পরিচালিত হয়। সাধারণ মন যেখানে যুক্তি ও চিন্তনের মাধ্যমে সত্যের একটি প্রতিরূপ তৈরির চেষ্টা করে, প্রভাস মন সেখানে দিব্য আলো বা 'ভিশন'-এর মাধ্যমে সত্যের মর্মবস্তুকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করে।[৬] এই স্তরে জ্ঞান আর পরোক্ষ থাকে না, বরং তা হয়ে ওঠে অব্যবহিত এবং ব্যাপক। প্রভাস মন 'এক বীর্যশালী ও কর্মশীল সমাহরণ' (powerful and dynamic integration)[৭] সম্পন্ন করতে পারে। এটি কেবল আমাদের মনকে নয়, বরং হৃদয়ের আবেগ, প্রাণের গতিশীলতা এবং এমনকি জড় দেহের কোষগুলোকেও আধ্যাত্মিক শক্তিতে উদ্ভাসিত করে। প্রভাস মন আমাদের সত্তার জড়তা ও সন্দেহ দূর করে পরমেশ্বরের সঙ্গে এক মূর্ত ও জীবন্ত সংযোগ স্থাপন করে, যার ফলে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে দিব্য অস্তিত্ব অনুভব করা সম্ভব হয়।

'বোধি মন' হল চেতনার এক উচ্চতর জ্যোতির্ময় শক্তি, যা উত্তর মন ও প্রভাস মনের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে তাদের পূর্ণতা দান করে। এটি মূলত অতিমানস আলোকরেখার একটি প্রান্তীয় প্রকাশ এবং

---

[৩] *দিব্যজীবনের সন্ধানে*, পশুপতি ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা-৪৮ থেকে উদ্ধৃত

[৪] *শ্রী অরবিন্দের দর্শন*, ডঃ দিলীপ কুমার রায়,পৃষ্ঠা -১২০-২১ থেকে উদ্ধৃত।

[৫] *The life divine*, sri Aurobindo, P-974

[৬] *The life divine*, sri Aurobindo, PP -979-980

[৭] *The life divine*,Sri Aurobindo, P-980

তাদাত্ম্যজ্ঞানের অত্যন্ত নিকটবর্তী এক অন্তরঙ্গ শক্তি। বোধি মনের অবস্থান প্রভাস মনেরও ঊর্ধ্বে; সেখান থেকে আহরিত সত্যকে উত্তর মন ও প্রভাস মন যথাক্রমে মনন ও দর্শনের রূপ দিয়ে মানুষের রূপান্তরের জন্য প্রেরণ করে।

বোধি মনের এই আলোক বিচ্ছুরণ সাধারণত তিনটি ধারায় ঘটে থাকে। প্রথমত, যখন কোনো বিষয়ের সংস্পর্শে এসে চেতনা সেই সত্যের সাথে প্রতিধ্বনিশীল হয়, তখন স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বোধি জাগ্রত হয়। দ্বিতীয়ত, চেতনা যখন বাহ্যিক সংস্পর্শ ছাড়াই আত্মমুখী হয়ে নিজের অন্তরের গূঢ় সত্য বা শক্তিকে অপরোক্ষভাবে অনুভব করে, তখন বোধির স্ফুরণ ঘটে। তৃতীয়ত, পরমার্থ সৎ বা আধ্যাত্মিক সত্তার সঙ্গে চেতনার গভীর সংযোগ ঘটলে সেখানে আকস্মিক বিদ্যুৎ-চমকের মতো বোধিসম্পন্ন সত্য-প্রত্যক্ষ প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে।[৮]

এই বোধি মন মূলত স্বরূপসত্যের এক অনন্য স্মৃতি বা বাহন। এর সামর্থ্য চারটি প্রধান বিভাবে বিভক্ত: প্রত্যাদেশ বা সত্য-দর্শন, ভাবগ্রাহ বা সত্য-শ্রুতি, বোধিমূলক প্রত্যক্ষ বা মর্মসত্যের অধিকার এবং বোধিমূলক বিচার বা সত্যের যথাযথ সম্বন্ধ নির্ণয়।[৯] বোধি মন বুদ্ধির সমস্ত কাজই সম্পন্ন করে, তবে তা বুদ্ধির চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ায়। এটি কেবল মানুষের চিন্তা জগতকে নয়, বরং হৃদয়, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এমনকি দৈহিক চেতনাকেও নিজের জ্যোতিতে গ্রহণ করে এক আমূল রূপান্তর সাধন করে।

'অধিমন' হল আধ্যাত্মিক চেতনার একটি উচ্চতর স্তর, যা মূলত অতিমানসের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। এটি দিব্য জ্যোতিতে ভাস্বর হলেও একাধারে সত্যের অখণ্ড আলোকে আমাদের থেকে আড়াল করে রাখে। সাধকের চেতনা যখন এই স্তরে আরোহণ করে, তখন সে বিশ্বাত্মার সাথে যুক্ত হতে পারে এবং পরম সত্যের দর্শন পায়; কিন্তু এই স্তরের পক্ষে ব্যক্তিকে ব্রহ্মাণ্ডের সীমানা অতিক্রম করিয়ে পরম সত্যের মূল উৎস বা অতিমানসে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ, কেবল অতিমানসই নিজের আধারে সত্য ও ঋতের (Divine Law) পূর্ণ সামর্থ্য ধারণ করে।[১০]

মানুষের জীবনের আমূল এবং স্থায়ী রূপান্তরের জন্য অতিমানস স্তরে আরোহণ এবং সেই দিব্য চেতনার মর্ত্যে অবতরণ অনিবার্য। অতিমানসের স্পর্শ ছাড়া উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলো মনের গহনে স্থায়ী হয় না। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন, জড়, প্রাণ ও মনের মতোই অতিমানস এই সৃষ্টিতে সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান। তাই বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই এর পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে। যখন নিম্নতন আধারে অতিমানসী আলোকের অবতরণ ঘটবে, তখনই পৃথিবীতে এক দিব্য জীবনের সূচনা সম্ভব হবে।

এই রূপান্তরে উচ্চতর জগতের আলো, শান্তি, জ্ঞান, শক্তি এবং আনন্দের এক প্রবল ধারা তখন শরীর ও জীবনের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত অবতরণ করতে শুরু করে। এই উত্তরণকালে চেতনা উচ্চতর মন, আলোকিত মন এবং বিশেষত অতিমানস পরবর্তী (Over mind) স্তর পর্যন্ত উন্নীত হয়। এই অতিমানস পরবর্তী স্তরেই ঐক্যবোধ বজায় থাকলেও বহুত্বের পৃথিকীকরনের উপর মনোযোগ পড়ে। এটিই হল চেতনার বিভাজনের সুচনা। এই আধ্যাত্মিক পরিবর্তন অজ্ঞানতার বাঁধন থেকে মুক্ত করে এক বিশাল আধ্যাত্মিক মুক্তি এনে দেয়। তবে মুক্তিই এই উত্তরণের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, চূড়ান্ত লক্ষ্য হল অতিমানসিক রূপান্তর।

এই অতিমানস হল সেই সত্য চেতনা যা ঐক্য ও বহুত্বকে এক সাথেই অবিভাজ্যরূপে জানে। এই শক্তির অবতরণের ফলে মন, প্রাণ ও দেহ চিরতরে পরিবর্তিত হয়ে যায়। মানব মন রূপান্তরিত হয় আলোকময় মনে।

---

[৮] *শ্রী অরবিন্দের দর্শন,* ডঃ দিলীপ কুমার রায়,পৃষ্ঠা -১২৮ থেকে উদ্ধৃত।

[৯] *The life divine,* sri Aurobindo, p-983-984

[১০] *শ্রী অরবিন্দের দর্শন,* ডঃ দিলীপ কুমার রায়,পৃষ্ঠা -১২৯ থেকে উদ্ধৃত।

সমগ্র প্রকৃতি তখন অজ্ঞতা, ভুল ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে দিব্য প্রকৃতিতে পরিণত হয়। এই ত্রিমুখী রূপান্তরের মাধ্যমে একজন সত্তা যখন অতিমানসিক স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হন তখন তাঁর চেতনা পৃথিবীতে এক নতুন জীবন ও সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেয়।

উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা বোধগম্য হয় যে, শ্রী অরবিন্দের চেতনার উত্তরণ প্রক্রিয়া কেবল কোনো দার্শনিক তত্ত্ব নয়, বরং পৃথিবীতে পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌছানোর একমাত্র উপায়। আমাদের সাধারণ মন এই মহাজাগতিক সত্যকে খণ্ড খণ্ড করে দেখে এবং এই বিভেদই জীবনের সমস্ত দ্বন্দ্ব, দুঃখ বরং অপূর্ণতার কারণ। উত্তরণের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল এই মানসিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে অতিমানস-এ স্থিত হওয়া।

উত্তরণের এই পথটি নির্ধারিত হয়েছে ত্রিপর্বা রূপান্তরের মাধ্যমে। প্রথমে চৈত্যিক রূপান্তর আমাদের সত্তার অভ্যন্তরীণ কেন্দ্র আত্মাকে সামনে এনে সমগ্র মন, প্রাণ ও দেহকে শুদ্ধ করে উচ্চতর শক্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে। এরপর আধ্যাত্মিক রূপান্তর চেতনার বিশ্বজনীন প্রসার ঘটায় এবং উচ্চতর জগত থেকে শান্তি, শক্তি ও জ্ঞানের অবতরণ নিশ্চিত করে, যা আমাদের অহং-এর শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু মুক্তি প্রাপ্তিই শ্রী অরবিন্দ-এর উত্তরণের শেষ কথা নয়। চূড়ান্ত পর্ব হল অতিমানসিক রূপান্তর, যেখানে অতিমানসের সত্য-চেতনা এবং ত্রিবিধ অবস্থা আমাদের প্রকৃতির সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত নেমে আসে। এই রূপান্তর অতিমানস পরবর্তী মায়া (overmind Maya)-বিভাজনকারী প্রভাবকেও মুছে ফেলে এবং সম্পূর্ণ সত্তাকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে যায় যেখানে জ্ঞান এবং শক্তি সম্পূর্ণভাবে অভ্রান্ত ও সমন্বিত। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মন রূপান্তরিত হয় আলোকময় মনে। প্রাণ রূপান্তরিত হয় দিব্য শক্তিতে এবং দেহ রূপান্তরিত হয় এক নতুন দিব্য প্রকৃতির আধারে।

অতএব, উত্তরণ একটি ব্যক্তিগত যাত্রা হলেও এর ফলিত দিকটি হল বিশ্বজনীন। এই রূপান্তর শুধু ব্যক্তির আত্মার মুক্তি আনে না, বরং পৃথিবীর সামগ্রিক চেতনাকে প্রভাবিত করে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) অনির্বান। দিব্য-জীবন। (২০২০) তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির।
২) অনির্বান। দিব্য-জীবন প্রসঙ্গ। (২০২০), তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির।
৩) ঘোষ, পঙ্কজকুমার। শ্রীঅরবিন্দ-কথা। (২০২১), দ্বিতীয় মুদ্রণ, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
৪) চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ। উপনিষদাবলী। (২০১৯), তৃতীয় মুদ্রণ, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
৫) বসু, সুরেন্দ্রনাথ। ভারতীয় সংস্কতির ভিত্তি। (২০১৫) দ্বিতীয় সংস্করণ, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
৬) ভট্টাচার্য, পশুপতি। দিব্যজীবনের সন্ধানে। (২০২১) দশম মুদ্রণ, পন্ডিচেরি: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট।
৭) মজুমদার, আশিস। আত্মজীবনীমূলক কথা। (২০২৩) চতুর্থ মুদ্রণ, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
৮) রায়, সুনীল। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন মন্থনে। (২০০৭) প্রথম প্রকাশ, প্রকাশনা বিভাগ: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
৯) রায়, দিলীপ কুমার। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শন। (২০১৭), কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির।
১০) শ্রীঅরবিন্দ। চিন্তাকণা ও সূত্রমালা। (২০১৮) চতুর্থ মুদ্রণ, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
১১) শ্রীঅরবিন্দ। পৃথিবীতে আতিমানস বিকাশ। (২০১৯) পঞ্চম মুদ্রণ, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
১২) শ্রীঅরবিন্দ। মানব যুগচক্র। (২০১৯) দ্বিতীয় সংস্করণ, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
১৩) শ্রীঅরবিন্দ। যোগসমন্বয়। (২০১৬) তৃতীয় মুদ্রণ, পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
১৪) শ্রীঅরবিন্দ। আদর্শ মানব ঐক্য। (২০২৩) প্রথম প্রকাশ পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম।
১৫) Sri Aurobindo. The Life Divine. (2020) fifth impression Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram.